ইসলাম

একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান

17-October-2019

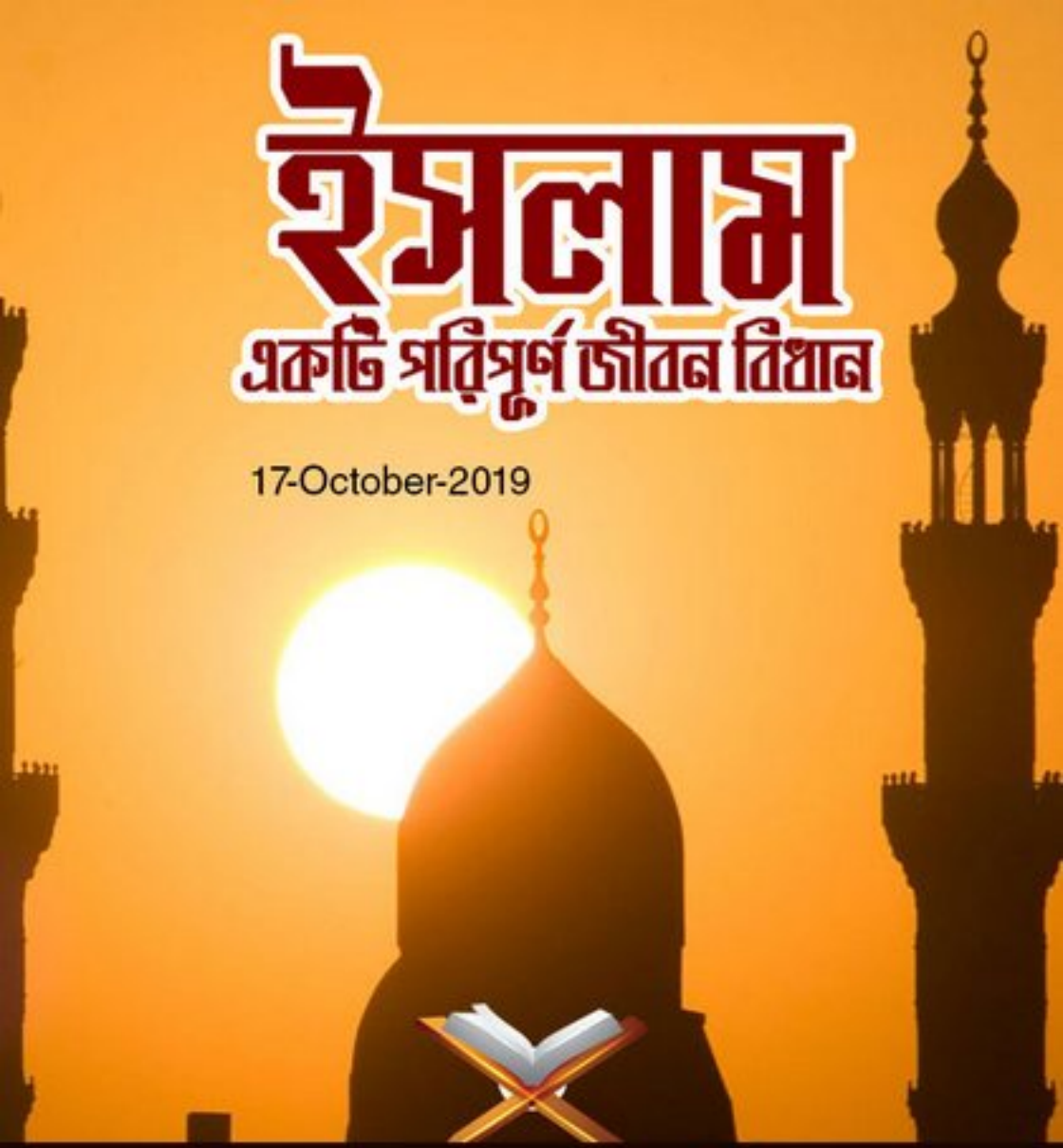

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Sisters)

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ فِيْ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ لَمْ يَمُتْ حَتّٰى يَرٰى مَقْعَدَهٗ مِنَ الْجَنَّةِ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার প্রতি একদিনে এক হাজারবার (১০০০) দরূদ শরীফ পাঠ করবে, সে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃতুবরন করবেনা, যতক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে তার স্থান দেখে নিবে না।

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকরে ওয়াদ দোয়া, ২/৩২৮, হাদীস নং-২৫৯১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট:

নেক ও জায়িয কাজে যত ভালো নিয়্যত, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে।

✲ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✲ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✲ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ✲ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা

বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ✲ تُوْبُوْا اِلَى الله! ,اُذْكُرُ الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✲ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। ✲ বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো। ✲ বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোর প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। ✲ যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه ইসলাম (Islam) একটি শান্তিকামী, সত্য, সুন্দর, পরিপূর্ণ ও নির্ভুল, খুবই দ্রুত ছড়িয়ে পরা সার্বজনিন ধর্ম, ইসলাম এমন একটি ধর্ম যার অনুসারীরর সংখ্যা পুরো দুনিয়ায় সবচেয়ে বেশি, ইসলামে দ্বীনি, ইহকালীন, পরকালীন, চারিত্রিক, প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য, পারিবারিক, বংশীয়, সামাজিক বরং প্রত্যেক ব্যাপারে জীবন ব্যবস্থার সকল বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের জন্য অনন্য নিময় ও নীতি এবং নির্দেশনা বিদ্যমান রয়েছে। যা এই সত্যকে প্রমাণ করে যে, **"ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান"**। اَلْحَمْدُ لِلّٰه শুধুমাত্র ইসলামই **আল্লাহ পাকের** পছন্দনীয় ধর্ম, যেমনটি ৬ষ্ট পারা সূরা মায়েদার ৩ নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

(পারা ৬, সূরা মায়েদা, আয়াত ৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরীপূর্ন করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন মনোনীত করলাম।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! দ্বীন ইসলাম মহিলাদের অনেক অধিকার বর্ণনা করেছে এবং তাদেরকে সমাজে ঐ মর্যাদা ও সম্মান দান করেছে, যা মনুষত্বকে গর্বিত করে দিয়েছে।

নারীদের সাথে সদাচরন

আল্লাহ পাক কোরআনে করীমে নারীদের অধিকার আদায় করা সম্পর্কে সূরা নিসার **১৯** নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ
اَنْ تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهًا ؕ
وَ لَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ
مَاۤ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّاۤ اَنْ يَّاْتِيْنَ
بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَ عَاشِرُوْهُنَّ
بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ
فَعَسٰۤى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّ يَجْعَلَ
اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ﴿۱۹﴾

(পারা ৪, সূরা নিসা, আয়াত ১৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য হালাল নয় যে, তোমরা জোরপূর্বক নারীদের উত্তরাধিকারী হয়ে যাবে এবং স্ত্রীগণকে এ উদ্দেশ্যে বাধা দিওনা, যে মোহর তাদেরকে দিয়েছিলে তা থেকে কিছু নিয়ে নেবে, কিন্তু এমতাবস্থায় যে, তারা প্রকাশ্য ব্যভিচারে লিপ্ত হয় এবং তাদের সাথে সৎভাবে জীবন-যাপন করো। অতঃপর যদি তারা তোমাদের অপছন্দ হয়, তবে হতে পারে যে, কোন বস্তু তোমাদের নিকট অপছন্দনীয় হয় আর **আল্লাহ** এতে অসংখ্য কল্যাণ রেখেছেন।

আল্লামা কুরতুবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর প্রসিদ্ধ ও বিখ্যাত **তাফসীরে কুরতুবী**তে বলেন: ইসলামের পূর্বে আরববাসীদের এরূপ রীতি ছিলো যে, মানুষ সম্পদের ন্যায় আপন আত্মীয়দের স্ত্রীদেরও ওয়ারিশ হয়ে যেতো অতঃপর যদি চাইতো তবে মোহর ছাড়াই তাদেরকে নিজেদের স্ত্রী হিসেবে রেখে দিতো বা অন্য কারো সাথে বিবাহ দিয়ে দিতো এবং তাদের মোহর নিজেরাই নিয়ে নিতো বা তাদের আর বিবাহ করতে দিতো না বরং নিজেদের নিকটই রেখে দিতো যাতে সে যে সম্পদ ওয়ারিশ সুত্রে পেয়েছে তা তাদেরকে দিয়ে দেয় আর তখনই তারা প্রাণে বাঁচতে পারে অথবা মহিলাদের এই জন্যই আটকে রাখতো যে, তারা যখন মারা যাবে তখন এই আটকে রাখা লোকেরা তাদের সম্পদের ওয়ারিশ হয়ে যাবে। মোটকথা সেই মহিলারা তাদের নিকট পুরোপুরি বাধ্য হয়ে থাকতো এবং নিজেদের ইচ্ছায় কিছুই করতে পারতো না, এই রীতিকে ধুলিস্মাৎ করার জন্য এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

(তাফসীরে কুরতুবী, ৪র্থ পারা, ১৯ নং আয়াতের পাদটিকা, ৩/১৩৭৮)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا বলেন: এই আয়াত ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে, যারা নিজের স্ত্রীকে ঘৃণা করে এবং তার সাথে অসদাচরন এই জন্যই করে যে, তারা যেনো অতিষ্ট হয়ে মোহর ফিরিয়ে দেয় বা মোহর ক্ষমা করে দেয়, তা **আল্লাহ পাক** নিষেধ করে দিয়েছেন।

(তাফসিরে খাযিন, ৪র্থ পারা, সূরা নিসা, ১৯ নং আয়াতের পাদটিকা, ১/৩৬০)

এর আলোকে **তাফসীরে সীরাতুল জিনানে** রয়েছে: এখানে জাহেলিয়্যতের যুগের যে অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে, সে সম্পর্কে ভাবুন যে, সেই অবস্থার মতোই কি বর্তমানে আমাদের সমাজ চলছে না? স্ত্রীদের কষ্ট দেয়া, ভরন পোষনের নামে মোহর ক্ষমা করানো, তাদের অধিকার আদায় না করা, মানসিক কষ্ট দেয়া, কখনো স্ত্রীকে তার মা-বাবার ঘরে পাঠিয়ে দেয়া এবং কখনোবা নিজের রেখেই কথাবার্তা বন্ধ করে দেয়া, অন্যের সামনে ধমক দেয়া, গাল দেয়া ইত্যাদি। স্ত্রীর বাড়ি থেকে সরাসরি বা স্ত্রীর মাধ্যমে নিত্য নতুন চাহিদা যেতে থাকে, কখনো এটা দিতে হবে এবং কখনো ঐটা দিতে হবে। মোটকথা অত্যাচার ও নিপিড়নের কোন পর্যায়টি অবশিষ্ট রয়েছে, যা আমাদের ঘরে নেই। **আল্লাহ পাক** যেনো কোরআনে পাকের এই আয়াত সেই মানুষদের বুঝার তৌফিক দান করে এবং তারা যেনো তাদের এই মন্দ আচরণ থেকে বিরত থাকে। তাছাড়া এই আয়াতের আলোকে তারাও ভাবুন, যারা ইসলাম সম্পর্কে ঘৃণ্য কথা বলে এবং আকারে ইঙ্গিতে বলে যে, ইসলাম মহিলাদের জন্য অনেক কঠিন। এবার দেখুন যে, ইসলাম মহিলাদের জন্য কঠোরতা করছে নাকি তাদেরকে কঠোরতা থেকে মুক্তি দিয়েছে? **(তাফসীরে সীরাতুল জিনান, ৪র্থ পারা, বাকারা, ১৯ নং আয়াতের পাদটিকা, ২/১৬৭)**

মনে রাখবেন! ইসলামের পূর্বে মহিলাদের অবস্থা খুবই খারাপ ছিলো, পুরুষের দৃষ্টিতে মহিলাদের কোন মর্যাদা ছিলো না, মহিলারা দিনরাত পরিশ্রম করে যা কিছু উপার্জন করতো, তাও পুরুষকে দিয়ে দিতো, কিন্তু পুরুষরা তবুও সেই মহিলাদের কোন গুরুত্ব দিতো না, বরং পশুর ন্যায় তাদেকে মারতো পিটতো, সামান্য কথাতেই মহিলাদের কান নাক ইত্যাদি অঙ্গ কেটে দিতো এবং কখনো তো হত্যাও করে দিতো, আরবের লোকেরা কন্যা সন্তানকে জীবিত মাটিতে পুতে ফেলতো আর পিতার মৃত্যুর পর তার ছেলেরা যেভাবে পিতার সম্পত্তি ও মালামালের মালিক হতো, তেমনিভাবে নিজের পিতার স্ত্রীদেরও মালিক হয়ে যেতো আর সেই

মহিলাদের জোড় করে নিজের নিকট রাখতো, মহিলারা তাদের পিতামাতা, ভাইবোন বা স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি (Inheritance) থেকে কোন অংশ পেতো না, মহিলারা কোন জিনিষের মালিক হতো না। যখন **রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকে **"দ্বীন ইসলাম"** নিয়ে আসেন তখন পৃথিবীর অত্যাচারিত মহিলাদের ভাগ্যের নক্ষত্র চমকে উঠলো। ইসলামের কারণেই অত্যাচারে অতিষ্ট নারীদের মর্যাদা এতবেশি সমুন্নত হয়ে গেছে যে, কন্যার রূপে তাকে রহমত হিসেবে ঘোষিত করে দেয়া হয়েছে, মায়ের রূপে তাঁর পা'কে জান্নাতের চৌকাঠের সাথে তুলনা দেয়া হয়েছে এবং সমাজে তাঁকে সম্মান ও মর্যাদাময় স্থান দেয়া হয়েছে, যা এর পূর্বে চিন্তাই করা যেতো না, ইবাদত ও অবস্থাদৃষ্ট বরং জীবন ও মৃত্যুর প্রতিটি স্তর এবং প্রতিটি পর্যায়ে পুরুষের ন্যায় মহিলাদেরও অধিকার নির্ধারিত হয়েছে, সুতরাং মহিলাদের মালিকানার অধিকার অর্জিত হয়েছে, মহিলাদের নিজের মোহরের টাকা, নিজের গহনা, নিজের সম্পত্তির মালিক, আপন পিতামাতা, ভাইবোন, সন্তান এবং স্বামীর সম্পত্তির ওয়ারিশ ঘোষনা করে দেয়া হয়েছে। **(জান্নাতি যেওর, ৩৯-৪২ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পিতামাতার ব্যাপারে ইসলামী নির্দেশনার উল্লেখযোগ্য দিক

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! পিতামাতা সেই মহান ব্যক্তিত্ব, যাঁদের সবকিছুই সন্তানরাই হয়ে থাকে, সন্তান যদি অকর্মণ্য হয়, অবাধ্য হয়, যদিওবা প্রতিবন্ধিও হোক না কেন তবুও তারা পিতামাতার কলিজার টুকরো হয়ে থাকে, কিন্তু আফসোস! পিতামাতা সমাজের সেই অত্যাচারিত ব্যক্তিত্ব, যাঁরা প্রত্যেক যুগে অত্যাচারের চরকায় নিকৃষ্টভাবে পেষণ হয়ে আসছে, অবাধ্য সন্তান পিতামাতার সকল অনুগ্রহকে ভুলে গিলে তাঁদেরকে নিজেদের জন্য مَعَاذَ الله কাবাবে হাঁড়ের ন্যায় মনে করে থাকে, পিতামাতার সহিত চাকরের চেয়েও খারাপ আচরণ করা হয়, পিতামাতা সন্তানের উন্নতির জন্য কোন উপদেশ দিলে তখন তাঁদের দিকে কড়াভাবে তাকানো হয়, তাঁদেরকে ধমকানো হয়, কষ্ট দেয়া হয় এবং ঘর থেকে বের করে দেয়ার ধমক দেয়া হয়, অথচ ব্যাপারটি এখন এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, অনেক দেশে তো ঘর থেকে বের করে দেয়া এবং সন্তান কর্তৃক কষ্ট দেয়া পিতামাতাকে দেখাশুনার জন্য

রীতিমতো ওল্ড হাউস (Old House) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যেখানে এই বেচারাদের সারা জীবন নিজেদের সন্তান থেকে দূরত্বের কষ্ট, তাদের স্মরনে কান্না করতে করতে এবং চোখের পানি মুছতে মুছতে কেটে যায়। **মনে রাখবেন!** ইসলাম এই বিষয়গুলোকে কঠোরভাবে মন্দ বলে বর্ণনা করেছে, পিতামাতার সম্মান এবং তাঁদের অধিকার পূরণ করার ব্যাপারে ইসলামে খুবই স্পষ্টভাবে নির্দেশনা অধিকহারে বিদ্যমান, পিতামাতার অধিকার পূরণ করা এবং তাঁদের সম্মান করার জন্য ইসলাম যেভাবে উৎসাহ ও নির্দেশ প্রদান করেছে, তা উদাসীনদের জাগ্রত করার জন্য যথেষ্ট। পিতামাতার সহিত সদাচরন করার নির্দেশ দিয়ে **আল্লাহ পাক** ১৫তম পারার সূরা বনী ইসরাঈলের ২৩ ও ২৪ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ؕ اِمَّا يَبْلُغَنَّ
عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَاۤ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا
تَقُلْ لَّهُمَاۤ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا
قَوْلًا كَرِيْمًا ﴿۲۳﴾ وَاخْفِضْ لَهُمَا
جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ
ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ﴿۲۴﴾
(পারা ১৫, সূরা বনি ইসরাঈল, আয়াত ২৩,২৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ এবং মাতাপিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করো। যদি তোমার সামনে তাদের মধ্যে একজন কিংবা উভয়ে বার্ধক্যে উপনীত হয়ে যায় তবে তাদেরকে 'উহ্' বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না আর তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বলবে এবং তাদের জন্য নম্রতার বাহু বিছাও কোমল হৃদয়ে; আর আরয করো, **'হে আমার রব**! তুমি তাদের উভয়ের উপর দয়া করো যেভাবে তারা উভয়ে আমাকে শৈশবে প্রতিপালন করেছেন'।

মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব **"জান্নাতি যেওর"** এর ৯২ থেকে ৯৪ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ রয়েছে: (১) সাবধান! সাবধান! কখনোই নিজের কোন কথা ও কাজে পিতামাতাকে কোন ধরনের কষ্ট দিও না। যদিওবা পিতামাতা সন্তারে প্রতি অতিরঞ্জিতও (অত্যাচার) করে, তবুও সন্তানের প্রতি ফরয যে, সে যেনো কখনোই এবং কোন অবস্থাতেই পিতামাতার মনে কষ্ট না দেয়। (২) নিজের প্রতিটি কথা এবং নিজের প্রতিটি আমলে পিতামাতার সম্মান করা আর সর্বদা তাঁদের সম্মানের প্রতি সজাগ থাকা। (৩) প্রত্যেক জায়িয কাজে পিতামাতর আদেশ (Orders) মান্য করা। (৪) যদি পিতামাতার কোন কিছুর প্রয়োজন হয় তবে জান প্রাণ দিয়ে তাঁদের খেদমত

করা। (৫) যদি পিতামাতা নিজেদের প্রয়োজনে সন্তানের সম্পদ ও মালামাল থেকে কোন জিনিস নেয় কবে সাবধান! কখনোই মন খারাপ করো না। অসন্তুষ্টিও প্রকাশ করো না বরাং এটা মনে করো যে, আমি এবং আমার সম্পদ সবই পিতামাতারই।

হাদীস শরীফে রয়েছে: **হুযুরে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এক ব্যক্তিকে ইরশাদ করলেন: اَنْتَ وَ مَالُكَ لِاَبِيْكَ অর্থাৎ তুমি এবং তোমার সম্পদ সবই তোমার পিতার। (ইবনে মাজাহ, কিতাবুত তিজারাত, ৩/৮১, হাদীস নং-২২৯২) (৬) পিতামাতা ইন্তিকাল হয়ে গেলে তবে সন্তানের প্রতি পিতামাতার হক হলো যে, তাঁদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকা এবং নিজের নফল ইবাদত ও দান খয়রাতের সাওয়াব তাঁদের রূহে পৌঁছাতে থাকা, খাবার এবং শিরনী ইত্যাদিতে ফাতিহা দিয়ে তাঁদের রূহে ইসালে সাওয়াব করতে থাকা। (৭) পিতামাতার নিকট যে ঋণ ছিলো, তা আদায় করা বা যেসকল কাজের অসীয়ত করে গেছেন, তাঁদের অসীয়ত অনুযায়ী আমল করা। (৮) যে সকল কাজ করলে জীবিত অবস্থায় পিতামাতার কষ্ট হতো, তাঁদের মৃত্যুর পরও সেই কাজ করবে না, কেননা এতে তাঁদের রূহ কষ্ট পায়। (৯) তাঁদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করবে, এতে পিতামাতার রূহ আনন্দিত হবে এবং ফাতিহার সাওয়াব ফিরিশতারা নূরের থালায় করে তাঁদের সামনে উপস্থাপন করবে আর পিতামাতা খুশি হয়ে তাঁদের সন্তানদের জন্য দোয়া করবে। (জান্নাতি যেওর, ৯২-৯৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন যে, ইসলাম কতইনা সুন্দর ধর্ম, যা সত্যিকার অর্থে পিতামাতার হক সম্পর্কে মানুষের মাঝে অনুভুতি জাগ্রত করলো, যদি ইসলামের আগমন না হতো তবে এই মহান পদ্ধতিতে তাঁদের হক সংরক্ষণের শিক্ষা কে দিতো? সুতরাং আমাদের উচিৎ যে, আমরাও ইসলামী শিক্ষাকে কর্যতভাবে অবলম্বন করে পিতামাতার গুরুত্ব অনুধাবন করা, তাঁদের হক আদায় করা, তাঁদের অসন্তুষ্টি মুলক কাজ থেকে বিরত থাকা এবং তাঁদের খেদমত করাকে দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্য মনে করা।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে পিতামাতার আদব ও সম্মান করা এবং তাঁদের আনুগত্য করতে তাকার তৌফিক দান করো। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বড় ভাইয়ের ব্যাপারে ইসলামী শিক্ষা

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! পিতামাতার পর ভাইবোনের সম্পর্ক (Relation) খুবই নিকটতম গন্য করা হয়, পিতামাতার মৃত্যুর পর সাধারনত তাদের মাঝে সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সুতরাং ভাইবোনের মাঝে অসন্তুষ্টির দরজা বন্ধ করার জন্য পিতামাতার পর পরিবারের সদস্যদের মধ্যে যেই ব্যক্তিত্বের মান ও মর্যাদাকে ইসলাম শান ও শওকত দ্বারা ধন্য করেছে এবং যার আদব ও সম্মানের শিক্ষা দিয়েছে সে হলো **"বড় ভাই"**। বড় ভাইয়ের সম্মানকে জাগ্রত করে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: حَقُّ كَبِيْرِ الْاِخْوَةِ عَلٰى صَغِيْرِهِمْ حَقُّ الْوَالِدِ عَلٰى وَلَدِهٖ অর্থাৎ বড় ভাইয়ের অধিকার ছোট ভাই বোনদের উপর এমনি যে, যেমনটি পিতার অধিকার তাঁর সন্তানের উপর।

(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফি বিররুল ওয়ালিদাইন, ফসলে ফি সিলাতুর রেহেম, ৬/২১০, হাদীস নং-৭৯২৯)

মনে রাখবেন! বড় ভাইয়ের অন্তরে ছোট ভাইবোনের জন্য পিতার মতোই ভালবাসা ও মমতা রাখা হয়েছে। বড় ভাই পিতার জীবদ্দশায় ছোটদের খেয়াল রাখে, তাদের প্রয়োজনাদি পূরণ করে এবং যদি পিতার মমতার ছায়া উঠে যায় অর্থাৎ পিতার মৃত্যু হয় তখনও নিজের দায়িত্ব ভালভাবে পালন করে থাকে, বড় ভাইয়ের এতো অনুগ্রহ এই বিষয়ের দাবী করে যে, ছোট ভাইবোনেরাও তাদের আদব করবে, পিতামাতার অবর্তমানে তাদেরকে নিজের পিতামাতার মর্যাদা দিবে, অন্যথায় তাদেরকে নিজের তত্ত্বাবধায়ক মনে করবে, তাদের গীবত, চুগলী এবং তাদের সম্পর্কে কু-ধারনা করা থেকে বিরত থাকবে, এমনকি তাদের জায়িয চাহিদা এবং নির্দেশের উপর আমল করবে, সর্বদা তাদের সাথে ভাল সম্পর্ক রাখবে আর যদি কখনো তারা অসন্তুষ্ট হয়ে যায় তবে স্বয়ং নিজে থেকেই তাদের নিকট ক্ষমা চাইবে এবং তাদেরকে মানানোর জন্য যতভাবে সম্ভব চেষ্টা করবে।

বড় ভাইয়ের সাথে সদাচরন করুন

হযরত সায়্যিদুনা জাবির বিন হাযিম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি একবার স্বপ্নে দেখলাম যে, আমার মাথা ছিলো আমার হাতে, এর তাবীর (ব্যাখ্যা) জানার জন্য আমি আমার এই স্বপ্ন হযরত সায়্যিদুনা ইমাম ইবনে সিরীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে শুনালাম (যিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানা অভিজ্ঞ ছিলেন) তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার পিতামাতার মধ্যে কি কেউ বেঁচে আছেন? আমি বললাম: নাই। বললেন: তোমার কি কোন বড় ভাই আছে? আমি বললাম: জি হ্যাঁ। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: **আল্লাহ পাক**কে ভয় করো, তার সাথে সদাচরন করো এবং তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা থেকে বিরত থাকো। **(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফি বিররুল ওয়ালিদাইন, ফসলু ফি সিলাতুর রেহেম, ৬/২১০, নম্বর-৭৯২৮)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ছোটদের প্রতি স্নেহ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! ইসলাম যেখানে ছোটদেরকে বড় ভাইয়ের আদব ও সম্মান করার শিক্ষা দেয়, তেমনি বড়দেরও আদেশ দিয়েছে যে, তারাও ছোট ভাইবোনদের প্রতি স্নেহ ও ভালবাসা সূলভ আচরন করে। আসুন! উৎসাহ লাভের জন্য **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবণ করি:

(১) ইরশাদ হচ্ছে: যার তিনজন কন্যা সন্তান বা তিনজন বোন থাকে অথবা দুইজন কন্যা সন্তান কিংবা দুইজন বোন থাকে এবং সে তাদের সহিত উত্তম আচরন করে আর তাদের ব্যাপারে **আল্লাহ পাক**কে ভয় করে তবে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। **(তিরমিযী, কিতাবুল ওয়াস সিলাহ, ৩/৩৬৭, হাদীস নং-১৯২৩)**

(২) ইরশাদ হচ্ছে: যে আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া করে না, আমাদের বড়দের সম্মান করে না এবং আমাদের অধিকার সম্পর্কে অবগত নয়, সে আমাদের নয়। **(মু'জামু কবীর, সাইদ বিন জাবীর আন ইবনে আব্বাস, ১১/৩৫৫, হাদীস নং-১২২৭৬)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আত্মীয়দের ব্যাপারে ইসলামী জীবন বিধান

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! যেভাবে ঘরোয়া আত্মীয়ের ব্যাপারে দ্বীন ইসলাম আমাদের শিক্ষা ও নির্দেশনা প্রদান করে এবং একে অপরের অধিকার পালন করার শিক্ষা দেয়, তেমনিভাবে অন্যান্য আত্মীয়ের ব্যাপারেও এই ধর্মে আমাদের জন্য নির্দেশনা, নীতি ও আইন বিদ্যমান।

আত্মীয়দের সাথে সদাচরন করার ব্যাপারে ইসলাম আমাদের কি আদেশ দিয়েছে এবং আমাদের তাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার (Behaviour) করা উচিৎ। আসুন! শ্রবণ করি এবং আত্মীয়দের সহিত সদাচরন করার পরিপূর্ণভাবে চেষ্টা করি।

৪র্থ পারার সূরা নিসার প্রথম আয়াতে মুবারাকায় **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِیْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِیْبًا ۝۱

(পারা ৪, সূরা নিসা, আয়াত ১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ এবং **আল্লাহ**কে ভয় করো, যাঁর নাম নিয়ে যাচঞা করো আর আত্মীয়তার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখো। নিশ্চয় **আল্লাহ** সর্বদা তোমাদেরকে দেখছেন।

তাফসীরে নাঈমীতে এই আয়াতে করীমার আলোকে লিপিবদ্ধ রয়েছে: মুসলমানদের জন্য যেমনিভাবে নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি আবশ্যক, তেমনিভাবে নিজের আত্মীয়দের অধিকার আদায় করাও আবশ্যক। আরো ইরশাদ হচ্ছে: নিজের আত্মীয়, নিকটস্তদের সাথে সদাচরন করা খুবই উপকারী, দুনিয়াতেও, আখিরাতেও, এতে জীবন, মৃত্যু, আখিরাত সব সজ্জিত হয়ে যায়।

(তাফসীরে নাঈমী, ৪/৪৫৫-৪৫৬)

মনে রাখবেন! দাদা, দাদী, নানা, নানী, চাচা, ফুফী, মামা, খালা ইত্যাদিরও কিছু অধিকার রয়েছে।

মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব **"বেহেশতের দু'টি কুঞ্জি"** এর ১৯৭ নং পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ রয়েছে: আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মত কাজ, সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানকে সর্বদা এর খেয়াল রাখা উচিৎ, যেনো কোন আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন না হয় বরং সর্বদা এই চেষ্টায় লেগে থাকবে যে, আত্মীয়তার সম্পর্ক যেনো অটুট থাকে এবং কখনোই যেনো সম্পর্ক ছিন্ন না হয়। অনেকে এরূপ বলে থাকে, যে আত্মীয় আমাদের সাথে সম্পর্ক রাখবে, আমরাও

তাদের সাথে সম্পর্ক রাখবো এবং যারা আমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে, আমরাও তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবো, এরূপ বলা এবং এই পদ্ধতিও ইসলাম বিদ্বেষী। (আরো বলা হয়:) আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার একটিই অবস্থাই জায়িয এবং তা হলো যে, শরীয়তের ব্যাপারে সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়া হয়, যেমন; কোন আত্মীয় যদিওবা যতই নিকটাত্মীয় হোক না কেন, যদি সে মুরতাদ (ইসলাম ত্যাগকারী) হয়ে যায় তবে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা ওয়াজিব বা কোন আত্মীয় কোন কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়ে গেছে এবং নিষেধ করার পরও বিরত থাকে না বরং নিজের কবীরা গুনাহে জিদ করে লেগে থাকে তবে তার সাথেও সম্পর্ক ছিন্ন করা আবশ্যক, কেননা তার সাথে সম্পর্ক রাখা এবং সাহায্য করা যেনো সেই কবীরা গুনাহে অংশগ্রহন করাই এবং তা কখনোই জাযিয নয়। (বেহেশতের দু'টি কুঞ্জি, ১৯৭ পৃষ্ঠা) কিন্তু যদি সে তা রগুনাহে কোন প্রকার সাহায্য না করে এবং তার গুনাহের কারণে এর মাঝে গুনাহের আগ্রহ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে তবে সম্পর্ক ছিন্ন করা ওয়াজিব নয় এবং যদি সম্ভব হয় তবে নেকীর দাওয়াত অবশ্যই দিতে থাকুন যাতে সে গুনাহ থেকে বিরত থাকে।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আত্মীয়তার মধ্যে এই বিষয়টি খেয়াল রাখবে যে, কে মাহরিম আর কে নয় এবং যে মাহরিম আত্মীয় তার সাথে কার্যাদী শরীয়তের নির্ধারিত সীমা অনুযায়ীই করুন। **মনে রাখবেন!** শরীয়তে সবার হক বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু শরীয়তের সীমা অনুযায়ী পিতামাতা হোক বা ভাইবোন অধিকার তখনই আদায় করা হবে, যখন তা শরীয়ত সম্মত হয়, যদি পিতামাতা শরীয়ত বিরোধী কাজের আদেশ দিবে তখন কারো আনুগত্য করা যাবে না এবং আত্মীয়ও রক্ষা করা যাবে না বরং **আল্লাহ পাক** এবং **রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্যই করা হবে, কেননা **আল্লাহ পাকে**র অবাধ্যতা মুলক কাজে সৃষ্টির মধ্যে কারো আনুগত্য করা যাবে না। এই পয়েন্টটি সম্পর্কে আমাদের সর্বদা সজাগ থাকা উচিৎ এবং সবত্রই এর উপর আমল করা আবশ্যক।

সামাজিক প্রেক্ষাপটে ইসলামী নির্দেশনার উল্লেখযোগ্য দিক

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! সমাজে বসবাসকারীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যাদের প্রয়োজন পরে তা হলো প্রতিবেশি (Neighbour)। اَلْحَمْدُ لِلّٰه ইসলামের মনুষত্বে এটা অনেক বড় দয়া ও অনুগহে যে, তা প্রতিবেশিদের সাথেও উত্তম আচরন করার আদেশ দিয়ে আপন অনুসারীদেরকে একে অপরের সম্মানের হিফাযতকারী বানিয়ে দিয়েছে।

আসুন! **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বাণী শ্রবণ করি যে, ইসলাম প্রতিবেশিদের সম্পর্কে আমাদের কিরূপ নির্দেশনা প্রদান করেছেন এবং আমাদের উপর তাদের হক আদায় করা কিরূপ আবশ্যক করেছেন।

ইরশাদ হচ্ছে: তোমরা কি জানো যে, প্রতিবেশির হক কি? তা হলো, যখন তারা তোমার নিকট সাহায্য চাইবে তখন তাদের সাহায্য করো, যখন ঋণ চাইবে তখন তাদের ঋণ দাও, যখন মুখাপেক্ষী হবে তখন তাদের দাও, যখন অসুস্থ হবে তখন তাদের দেখতে যাও, যখন তারা কল্যাণময় কিছু পায় তখন তাদের মোবারকবাদ দাও, যখন বিপদ আসে তখন তাদের প্রতি সহানুভুতি প্রদর্শন করো, নিজেদের পাত্র দ্বারা তাদের কষ্ট দিও না, তা থেকে তাদেরকেও কিছু দাও, যদি ফল কিনো তবে তাদের জন্যও পাঠাও, যদি পাঠানো সম্ভব না হয় তবে লুকিয়ে বাড়িতে এনো এবং তোমাদের সন্তানরা যেনো তা নিয়ে বাইরে না যায়, কেননা এতে প্রতিবেশির সন্তানরা কষ্ট পাবে। **(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফি ইকরামুল জা'র, ৭/৮৩, হাদীস নং- ৯৫৬০)**

ইরশাদ হচ্ছে: **আল্লাহ পাকের** শপথ! সে পরিপূর্ণ মুমিন হবে না, **আল্লাহ পাকের** শপথ! সে পরিপূর্ণ মুমিন হবে না, **আল্লাহ পাকের** শপথ! সে পরিপূর্ণ মুমিন হবে না। আরয করা হলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! কে? ইরশাদ হলো: সে ব্যক্তি, যার প্রতিবেশি তার অন্যায় আচরনের প্রতি ভীতিহীন থাকবে না।

(বুখারী, কিতাবুল আদব, ৪/১০৪, হাদীস নং- ৬০১৬)

বর্ণনাকৃত হাদীসে মুবারাকায় সেই মূর্খ ইসলামী বোনদের জন্য শিক্ষা রয়েছে, যারা নিজের প্রশান্তির জন্য বিভিন্ন ভাবে নিজের প্রতিবেশিদের কষ্ট দেয়াতে কোন লজ্জাবোধ বা দ্বিধা করে না, নিঃসন্দেহে তাদের এই আচরন ইসলামী শিক্ষার বিরোধী, কেননা ইসলাম তো প্রতিবেশির হকের সবচেয়ে বেশি অগ্রগামি।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমাদের বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن এর মুবারক জীবন ইসলামের সাঁচে ঢালা ছিলো, এই কারণেই সেই মনিষীরা তাঁদের প্রতিবেশিদের খোঁজখবর নেয়াতে অগ্রগামী থাকতেন। আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে একটি ঈমানোদ্দীপক ঘটনা শ্রবণ করি।

খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এবং প্রতিবেশির হক

মাকতাবাতুল মদীনার **"বেহতর কোন?"** কিতাবের ৬২নং পৃষ্ঠায় রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه তাঁর প্রতিবেশির প্রতি অনেক খেয়াল রাখতেন, তাঁদের খোঁজখবর নিতেন, যদি কোন প্রতিবেশির ইন্তিকাল হয়ে যেতো তবে তার পরিবারের সদস্যদের ধৈর্যধারনের জন্য বলতেন এবং তাদের সান্তনা দিতেন। (বেহতর কোন, ৬২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

শয়ন ও জাগরনের সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসুন! আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর **"১০১ মাদানী ফুল"** পুস্তিকা থেকে শয়ন ও জাগরণের সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি। ✻ শয়ন করার আগে বিছানাকে ভালভাবে ঝেড়ে নিন যাতে কোন ক্ষতিকর পোকা মাকড় ইত্যাদি থাকলে বের হয়ে যায়, ✻ শয়ন করার আগে এ দোয়াটি পড়ে নিন: اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰى **অনুবাদঃ** হে **আল্লাহ**! আমি আপনার নামে মৃত্যুবরণ করছি এবং জীবিত হব। (অর্থাৎ শয়ন করি ও জাগ্রত হই)। (বুখারী শরীফ, ৪/১৯৬, হাদীস নং- ৬৩২৫) ✻ আসরের পর ঘুমালে স্মরণ শক্তি কমে যায়। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আসরের পর ঘুমায় আর তার বুদ্ধি কমে যায়, তবে সে যেন নিজেকে তিরস্কার করে।" (মুসনাদে আবি ইয়ালা, ৪/২৭৮, হাদীস নং- ৪৮৯৭) ✻ দুপুরে কায়লুলা (অর্থাৎ কিছুক্ষণ শয়ন করা) মুস্তাহাব। (আলমগিরী, ৫/৩৭৬) সদরুশ শরীয়া, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: যথাসম্ভব এটা ঐ সমস্ত লোকদের জন্য হবে, যারা রাত জেগে ইবাদত করে, নামায আদায় করে, **আল্লাহ**র

যিকির করে কিংবা কিতাব পাঠ করে অথবা অধ্যয়নে ব্যস্ত থাকে। কেননা, রাত জাগার কারণে যে ক্লান্তি আসে তা দূর হয়ে যাবে। (বাহারে শরীয়ত, ১৬তম অংশ, ৭৯ পৃষ্ঠা) ✻ দিনের শুরুতে কিংবা মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে ঘুমানো মাকরূহ। (আলমগিরী, ৫/৩৭৬) ✻ পবিত্রাবস্থায় ঘুমানো মুস্তাহাব এবং ✻ কিছুক্ষণ ডান পার্শ্ব হয়ে ডান হাত গালের নিচে রেখে কিবলামুখী হয়ে শয়ন করুন এরপর বাম পার্শ্ব হয়ে শয়ন করুন, (প্রাগুক্ত) ✻ শয়ন করার সময় কবরে শয়ন করার কথা খেয়াল করুন, কেননা সেখানে একা শয়ন করতে হবে আপন আমল ব্যতীত কেউ সঙ্গী হবে না, ✻ শয়ন করার সময় **আল্লাহ**র স্মরণ, তাহলীল ও তাসবীহ পাঠ করতে থাকুন, (অর্থাৎ- لَا اِلٰهَ اِلَّااللّٰهُ ۔ سُبْحٰنَ الله ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰه পড়তে থাকুন) ঘুম আসা পর্যন্ত এভাবে করতে থাকুন কেননা মানুষ যে অবস্থায় শয়ন করে ঐ অবস্থায় উঠে এবং যে অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে কিয়ামতের দিন ঐ অবস্থায় উঠবে। (প্রাগুক্ত) ✻ জাগ্রত হওয়ার পর এ দোয়া পাঠ করুন: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَحْیَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَیْهِ النُّشُوْرُ (বুখারী শরীফ, ৪/১৯৬, হাদীস নং- ৬৩২৫)

অনুবাদ: সমস্ত প্রশংসা **আল্লাহ**র জন্য, যিনি আমাদেরকে মৃত্যুর পর জীবিত করেছেন এবং তারই দিকে আমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে। ✻ ঐ সময় এ বিষয়ের দৃঢ় সংকল্প করুন পরহিযগারী ও তাকওয়া অবলম্বন করব কারো উপর জুলুম করব না। (ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ৫/৩৭৬) ✻ যেসব বালক বা বালিকার বয়স ১০ বছর হয়েছে তাদেরকে আলাদা আলাদাভাবে ঘুমানোর ব্যবস্থা করা চাই বরং এ বিষয়ের বালককে সমবয়সী কিংবা তার চাইতে বড় পুরুষের সাথে ঘুমাতে দিবেন না। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ৯/৬৩০) ✻ স্বামী স্ত্রী যতক্ষণ একসঙ্গে শয়ন করবে ততক্ষণ দশ বছর বয়সী সন্তানকে নিজের সাথে রাখবে না, সন্তানের যখন উত্তেজনা শক্তি আসে তবে সে সাবালক হয়ে গেল। (দুররে মুখতার, ৯/৬৩০) ✻ ঘুম থেকে উঠে প্রথমে মিসওয়াক করুন, ✻ রাতে ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করাতো সৌভাগ্যের ব্যাপার। **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "ফরয নামাযের পর সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে রাতের নামায।" (সহীহ মুসলিম, ৫৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৬৩)